গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : জনাব ওবায়দুল কাদের, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

তারিখ : ২৫/৮/২০১৩

সময় : দুপুর ১:৩০ টা

স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি, জনাব ওবায়দুল কাদের, মাননীয় মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১ : ১০০ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ১০০ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। ১০০তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ১০০ তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ১৫/০৫/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০০ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন, যা নিম্নরূপ :

আলোচ্যসূচি নং	১০০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
আলোচ্যসূচি-২	১০০তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।	–
আলোচ্যসূচি-৩	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বর্ণিত আয় এবং ব্যয়ের বিষয়ে সভায় উপস্থিত বোর্ডের সম্মনিত সদস্যগণ অবহিত হন।	–
আলোচ্যসূচি-৪	সময় স্বল্পতার কারণে বর্ণিত আলোচ্যসূচিসমূহের উপর আগামী দুই মাসের মধ্যে পরবর্তী বোর্ড সভা আয়োজনের ব্যবস্থা নিতে হবে।	আলোচ্যসূচি-৬ ১০১তম বোর্ড সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। অন্যান্য বিষয়গুলো পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হবে।
আলোচ্যসূচি-৫		
আলোচ্যসূচি-৬		
আলোচ্যসূচি-৮		

আলোচ্যসূচি নং	১০০তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহ	বাস্তবায়ন অগ্রগতি
আলোচ্যসূচি-৭	বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়।	অনুমোদিত বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
বিবিধ-ক	পদ্মা সেতু প্রকল্পের বর্ণিত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ অবহিত হন।	পদ্মা সেতু প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তিনটি আলোচ্যসূচি ১০১তম বোর্ড সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

আলোচ্যসূচি-৩: পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের জাজিরা এপ্রোচ সড়ক ও আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ, মাওয়া এপ্রোচ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য Construction Supervision Constultant (CSC) হিসেবে Bangladesh Army-Special Works Organization-West(SWO-West) in association with Bangladesh University of Engineering & Technology(BUET)-Bureau of Research, Testing & Consultancy (BRTC)-কে নিয়োগ প্রদান।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পদ্মা সেতু প্রকল্পের ৩টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য Construction Supervision Consultant (CSC) হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, এ প্রকল্পের ৫টি প্যাকেজের Pre-Qualification সম্পন্ন হয়েছে এবং এর মধ্যে জাজিরা এ্যপ্রোচ সড়ক ও আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ কাজে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ৫ই জুন ২০১৩ ইং তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এর পূর্বে গত ৭ ফেব্রুয়ারী ২০১৩ ইং তারিখে স্থানীয় Panel of Experts এর সভায় জাজিরা এ্যপ্রোচ সড়ক ও আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ, মাওয়া এ্যপ্রোচ রোড এন্ড আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ এবং সার্ভিস এরিয়া-২ প্যাকেজ ৩টির নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (BUET) এর Bureau of Research, Testing & Consultancy (BRTC)-বিশেষজ্ঞগণের সহায়তা নিয়ে Special Works Organization-West(SWO-West), Bangladesh Army কর্তৃক Supervision Consultant হিসেবে কাজ করার বিষয়ে মত প্রকাশ করা হয়। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে অনুরোধ করা হলে তারা উক্ত কাজের কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে, যা মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সেতু কর্তপক্ষের প্রধান প্রকৌশলীকে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩.২। সভায় জানানো হয় যে, উল্লেখযোগ্য দু'টি প্যাকেজ যথা; মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে প্রাপ্ত ১১টি প্রতিষ্ঠানের প্রস্তাব মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অপর ৩টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য স্থানীয় বিশেষজ্ঞগণ পর্যাপ্ত প্রতীয়মান মনে হওয়ায় স্থানীয় Panel of Experts এর মতামত অনুযায়ী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ এর ১২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর SWO-কে দায়িত্ব প্রদানের প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন।

৩.৩। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব বলেন যে, এ প্রকল্পের জন্য অনুমোদিত ডিপিপি/আরডিপিপির প্রকিউরমেন্ট প্লানে Open Tender Method উল্লেখ থাকলে সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়ার ক্ষেত্রে DPP/RDPP সংশোধন এবং Delegation of Financial Power অনুযায়ী প্রয়োজন হলে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের প্রয়োজন হতে পারে। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এ বিষয়ে একমত পোষণ করে বাংলাদেশ সেনাবহিনীকে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ম কানুন যথাযথ অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এ পর্যায়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সড়ক

বিভাগের সচিব আরডিপিপি সংশোধন করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে দায়িত্ব প্রদান অথবা আরডিপিপি সংশোধনী সাপেক্ষে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়ার প্রস্তাব সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে উপস্থাপনের বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। বিকল্প হিসেবে Rules of Business-1996 এর ধারা ৩৩ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী থেকে অব্যাহতি নিয়ে সেনাবাহিনীকে দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে মর্মে সভায় উপস্থিত সম্মানিত সদস্যগণ মত পোষণ করেন।

৩.৪। আলোচনান্তে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

জাজিরা এপ্রোচ সড়ক ও আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ, মাওয়া এপ্রোচ রোড এন্ড আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ এবং সার্ভিস এরিয়া-২ প্যাকেজ ৩টির নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য সরকারী বিধি বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করত: বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর SWO-West in association with BRTC, BUET-কে Construction Supervision Consultant (CSC) হিসেবে দায়িত্ব প্রদানের বিষয়টি সভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৪: **পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের স্থানীয় PoE গণের সভায় জাজিরা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড এর Bank Protection কাজ এবং মাওয়া এপ্রোচ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর বিড ডকুমেন্ট এর বিষয়ে প্রদত্ত সুপারিশ অনুমোদন।**

বর্ণিত বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক-এর সম্মতিক্রমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে পদ্মা সেতু প্রকল্পের অধীন মূল সেতু, নদীশাসন, মাওয়া এপ্রোচ রোড ও আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ এবং সার্ভিস এরিয়া-২ এর বিড ডকুমেন্ট World Bank এর guidelines এবং FIDIC Conditions of Contract এর আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে বর্তমানে এ প্রকল্পের উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের অর্থায়ন না থাকায় বিড ডকুমেন্টে Source of Fund এর অংশে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার পরিবর্তে GoB উল্লেখ করা ব্যতীত বাকী অংশ অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। নদীশাসন ছাড়া অন্যান্য প্যাকেজের বিড ডকুমেন্ট সমূহের উপর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত এবং লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা হয়েছে। নদীশাসন কাজের বিড ডকুমেন্টের মতামত প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে।

৪.২। এ প্রসঙ্গে সভায় জানানো হয় যে, পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের স্থানীয় Panel of Experts এর ১৫/০৪/২০১৩ ইং তারিখের সভায় মাওয়া এপ্রোচ রোড ও আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর বিড ডকুমেন্ট এবং জাজিরা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ড এর নদীতীর রক্ষামূলক কাজের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। উক্ত সভায় জাজিরা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের প্রতিরক্ষামূলক কাজ এবং মাওয়া এপ্রোচ রোড ও আনুষঙ্গিক ব্রীজ এন্ড ফ্যাসিলিটিজ এবং সার্ভিস এরিয়া-২ এর বিড ডকুমেন্টের বিষয়ে প্রদেয় সুপারিশসমূহ বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের অবগতির জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়, যা নিম্নরূপ:

A. **Regarding Protection Works of Janjira Construction Yard.**

After detailed discussion the following recommendations were made.

a) The Panel of Experts (POE) emphasized on monitoring of the dumping area during the rainy season. During monitoring if it is found that any displacement of materials (geo-bags) at any particular location has occurred it must be filled up immediately by re-dumping of additional geo-bags
b) The morphological behavior of the river at surrounding working area should be monitored.
c) Pace of construction work should be enhanced before the onset of the flood flows.

B. Regarding Bid Documents for Mawa Approach Road and Selected Bridge End Facilities and Service Area-2.

Regarding the bid documents, the PoE advised as follows;

a) Part 1 instruction to bidder cannot be amended. In BDS sub-clause 2.1 and 2.2 should be deleted and new sub-clauses 2.1, 2.2 & 2.3 may be added as stated in PW5, page 1, Instructions to the Tenderers sub-clauses 3.1, 3.2 & 3.3.
b) Page Nos. of the bid document should be checked and corrected.
c) BBA board approval of the document may be taken.
d) Vetting should be taken from NBR & the Ministry of Law.
e) Bid documents may be issued to the pre-qualified bidder for Mawa Approach Roads & Selected Bridge End facilities and Service Area -2 packages. If any changes in the bid documents after reviewed by the DC, then Addendum (a) may be issued.

৪.৩। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বোর্ডের সম্মানীত সদস্যগণ এ বিষয়ে বোর্ডের কিছুই করণীয় নেই মর্মে উল্লেখ করেন। তবে এ বিষয়ে যথাযথ আইনানুগ পদ্ধতি অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

আলোচ্যসূচি-৫: বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল এর হিস্যা জেলা পরিষদে প্রদান।

বঙ্গবন্ধু সেতুর টোলের হিস্যা সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ-কে প্রদান সংক্রান্ত আবেদনের বিষয়টি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, টাঙাগাইল জেলা পরিষদের আবেদনপত্রে সেতুর আদায়কৃত টোলের ২% জেলা পরিষদে প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পূর্বে ফেরীঘাট হতে ইজারা বাবদ জেলা পরিষদের প্রচুর রাজস্ব আদায় হতো। কিন্তু বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের পর উত্তর বঙ্গের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হলেও ফেরীঘাট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে জেলা পরিষদ এ বাবদ কোন রাজস্ব পাচ্ছে না এবং ফেরীঘাটই জেলা পরিষদের আয়ের প্রধান উৎস্য ছিল। জেলা পরিষদের কাজের বিস্তৃতি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্কুল, কলেজ, মসজিদ, মন্দির ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণসহ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজে জেলা পরিষদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মর্মে আবেদনপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫.২। এ প্রসঙ্গে সভায় উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের অধীনে বর্তমানে দু'টি সেতু অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু সেতু এবং মুক্তারপুর সেতু হতে আদায়কৃত টোল সেতু কর্তৃপক্ষের আয়ের প্রধান উৎস। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণে গৃহীত ঋণের বিপরীতে ডিএসএল বাবদ পরিশোধ, সেতুর ফাটল মেরামত, সেতু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, ভ্যাট ট্যাক্স সহ অন্যান্য ব্যয় নির্বাহের ফলে বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হচ্ছে। তাছাড়া সেতু কর্তৃপক্ষের বিদ্যমান অধ্যাদেশে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অনুকুলে টোল হিস্যা প্রদান সংক্রান্ত কোন বিধান নেই। সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সম্মনিত সদস্যগণ বঙ্গবন্ধু সেতু একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা হিসেবে এ সেতু পার হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে পর্যন্ত টোল দিতে হয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে কোন টোল অব্যাহতি না দেওয়ায় এবং বর্তমানে সেতু কর্তৃপক্ষের আয়ের তুলনায় ব্যয় বেশী হওয়ায় টোল আয় হতে হিস্যা প্রদান যুক্তিসঙ্গত হবে না মর্মে সভায় মত প্রকাশ করা হয়। তবে স্থানীয় সরকারের বিভাগের আয়ের উৎসের তালিকায় সেতুর নাম থাকলে টোকেন হিসেবে কিছু অর্থ প্রদানের বিষয়েও সভায় মত প্রকাশ করা হয়।

৫.৩। সভায় আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

স্থানীয় সরকার বিভাগের সাথে আলোচনা এবং সেতু কর্তৃপক্ষের সার্বিক আয় ও ব্যয় ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলা পরিষদ-কে বঙ্গবন্ধু সেতুর টোল আয়ের হিস্যা প্রদান সংক্রান্ত পুর্ণাঙ্গ প্রস্তাব পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৬: পদ্মা সেতু প্রকল্পের মাওয়া প্রান্তের ভাঙ্গন রোধকল্পে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পাদন।

বর্ণিত বিষয়ে সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক-এর সম্মতিক্রমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, পদ্মা সেতু প্রকল্পের মাওয়া প্রান্তে প্রস্তাবিত ১.৫০ কি.মি. নদীশাসন কাজের উজানে আরো কিছু স্থানে নদীর তীর ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে, যা রোধ করা না গেলে প্রকল্পের নদীশাসন ও মূল সেতু হুমকীর সম্মূখীন হতে পারে। উক্ত স্থানে ভাঙ্গন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য অনুরোধ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও এই ব্যাপারে পদ্মা সেতু প্রকল্প থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দিয়েছেন। গত ২১/০৭/২০১৩ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত পদ্মা সেতু প্রকল্পের স্থানীয় Panel of Experts (PoE)এর সভায় প্রকল্পের প্রস্তাবিত নদীশাসন কাজের স্থানের উজানে ভাঙ্গন রোধে প্রতিরক্ষামূলক কাজ পদ্মা সেতু প্রকল্পের অর্থায়নে পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে তাদের ডিজাইন, ড্রয়িং ও প্রাক্কলনে করা যেতে পারে মর্মে সুপারিশ করা হয়। সেতু কর্তৃপক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে এ কাজের ডিজাইন, ড্রইং ও প্রাক্কলন প্রেরণ করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমান দাড়িয়েছে ৩১৭.৯২ কোটি টাকা। তবে কাজটি জরুরী বিধায় অনুমোদিত RDPP বহির্ভূত হওয়ায় ভবিষ্যতে RDPP সংশোধনকালে যথাযথভাবে প্রতিফলন করা হবে শর্তে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা ২০০৮ অনুযায়ী পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়ে সভায় প্রস্তাব করা হয়।

৫.৩। আলোচনান্তে সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

পদ্মা সেতু প্রকল্পের বিদ্যমান RDPP সংশোধনকালে যথাযথভাবে প্রতিফলন করত: প্রস্তাবিত RDPP যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে মাওয়া প্রান্তে নদীশাসন কাজের স্থানের উজানে ভাঙ্গন রোধে প্রস্তাবিত প্রতিরক্ষামূলক কাজের দায়িত্ব পানি উন্নয়ন বোর্ডকে ডিপোজিট ওয়ার্ক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়।

বিবিধ:

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের সচিব আলোচনায় অংশগ্রহণ করে বোর্ডের সদস্য ছাড়া তাদের প্রতিনিধিদের সভায় উপস্থিত থেকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ না থাকায় বোর্ডের সদস্যদের সভায় উপস্থিতির বিষয়টি নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। সভায় উপস্থিত সম্মনিত অন্যান্য সদস্যগণ এ প্রস্তাবে একমত পোষণ করেন। তবে সেতু বিভাগ/সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের ন্যায় বোর্ডের সদস্যদের প্রতিনিধিগণ সহায়তাকারী কর্মকর্তা হিসেবে উপস্থিত থাকতে পারেন।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ: /০৯/২০১৩

(ওবায়দুল কাদের)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ